# রামমোহন রায় ও দ্বারকানাথ ঠাকুর : এক অন্তরঙ্গ সম্পর্কের ইতিহাস

গৌতম নিয়োগী

যে দুইজন মানুষের জুড়ি-ঘোড়ার টানে আমাদের বঙ্গদেশে আধুনিকতার রথ প্রথম প্রবেশ করতে পেরেছিল বললে অত্যুক্তি হয় না, তাঁরা হলেন রামমোহন রায় এবং দ্বারকানাথ ঠাকুর। রামমোহন রায় (১৭৭২-১৮৩৩), তাঁর সহযোগী দ্বারকানাথ ঠাকুরের (১৭৯৪-১৮৪৬) চেয়ে প্রায় বাইশ বছরের বড়ো, অগ্রজতুল্য; আর দ্বারকানাথও যেন ভাবশিষ্য, তবু তাঁরা দুজনে মিশেছেন অন্তরঙ্গ বন্ধুর মতো। রামমোহনের ছিল গভীর স্নেহ, দ্বারকানাথের ছিল প্রগাঢ় শ্রদ্ধাবোধ। কিন্তু তাঁরা পরস্পরের সহযোগী; আচরণে কিছু পার্থক্য থাকলেও বহু ব্যাপারেই তাঁদের দৃষ্টিভঙ্গি এক, দুজনেই যেন নতুন যুগের আগমনবার্তা পেয়েছিলেন। তাই বিদেশি ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির ঔপনিবেশিক প্রতিকূলতার মধ্যেও সমাজের রক্ষণশীলতা ও গোঁড়ামির বিরুদ্ধে ক্রিয়াশীল থেকে অগ্রণী চিন্তানায়ক ও উদ্যোগীর ভূমিকা নিয়েছিলেন। এই দুজনের সম্পর্ক যদি নেহাৎ শুধু দুই ব্যক্তির হতো, তাহলে আমরা তেমন উৎসাহী হতাম না, কিন্তু এই দুজনের ভূমিকা বাংলা ও বাঙালির চৈতন্য ও জীবনচর্যাকে অনেকটা বদলে দিয়েছিল, তাৎপর্যটা সেইখানে। বাঙালির নতুন জীবনবোধের সূচনার সঙ্গে এই গুরু-শিষ্যের নাম জড়িয়ে আছে বলেই আমরা আগ্রহী হই। ঐতিহ্য-পরম্পরা বনাম আধুনিকতা-প্রগতির সেই টানাপোড়েনের যুগে এই দুজনের পারস্পরিক সম্পর্কের কৌতূহলোদ্দীপক ইতিহাস একটু পিছনে ফিরে দেখে নেওয়া যেতে পারে।

কোলকাতার জোড়াসাঁকো-র ঠাকুর পরিবার বাংলার সাংস্কৃতিক জাগরণে বিশেষ খ্যাতিমান, সেই বংশ বিত্তে ও আভিজাত্যে যেমন মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত ছিল, তেমনি সাংস্কৃতিক ভূমিকার কারণেও সমাজে সম্মানীয় ছিল। এই প্রতিপত্তির, প্রকৃত অর্থে, সূচনা 'প্রিন্স' দ্বারকানাথ ঠাকুরের হাতে। আমরা জানি, রবীন্দ্রনাথের পূর্বপুরুষেরা এসেছিলেন পূর্ববঙ্গের (অধুনা বাংলাদেশ) যশোহর জেলা থেকে। তাঁরা বাঙালি হিন্দু, ব্রাহ্মণ হলেও স্ব-সমাজচ্যুত, 'পীরালি'। অষ্টাদশ শতাব্দীতে, কোলকাতার নতুন সমাজে এসে, 'কুশারী' থেকে 'ঠাকুর' পদবিতে পরিবর্তিত পরিবারটির প্রতিষ্ঠা অর্জনের শুরু নীলমণি ঠাকুরের হাতে, তিনিই জোড়াসাঁকোতে বসবাসের সূচনা করেন। এই নীলমণি ঠাকুরের পৌত্র দ্বারকানাথ।

দ্বারকানাথ নীলমণি ঠাকুরের এক পুত্র রামমণি ঠাকুর (ও তৎপত্নী মেনকা দেবীর) সন্তান হলেও, তাঁর জন্মের (১৭৯৪ খ্রি.) পাঁচ বছর পর তাকে দত্তক নেন নীলমণি ঠাকুরের আর এক পুত্র রামলোচন, ১৭৯৯-তে। জনশ্রুতি যে, রামলোচনের স্ত্রী অলকা দেবী দ্বারকানাথকে দত্তক নেবার জন্য স্বামীকে প্ররোচিত করেন। বিস্তারিত তথ্যের মধ্যে না গিয়েও বলা দরকার যে দ্বারকানাথ পিতামহ বা পালিত পিতার অর্থাৎ উত্তরাধিকার সূত্রে যথেষ্ট ধনবান; বাল্য-কৈশোর স্বাচ্ছন্দে কাটান।[১] তৎকালীন রীতি অনুযায়ী আরবি-ফারসি তো শিখেছিলেনই,

শেরবোর্ণ সাহেবের স্কুলে পড়ার ফলে মোটামুটি ইংরেজিও জানতেন।[২] তিনি যখন একুশ বছরের যুবক, তখন তাঁর রামমোহন রায়ের সঙ্গে আলাপ-পরিচয়, যা ক্রমে গভীর সৌহার্দ্যে পরিণত। বছরটি ১৮১৫ খ্রিস্টাব্দ।

রামমোহন রায় কিংবা দ্বারকানাথ ঠাকুর, কার-ও জীবনকথা বর্তমান প্রবন্ধে সংক্ষিপ্ত আকারেও বলা নিষ্প্রয়োজন, আমরা শুধু প্রাসঙ্গিক বিষয়েই দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখবো।[৩] অনেক লেখক-লেখিকার ধারণা আছে যে রামমোহন ১৮১৪ খ্রিস্টাব্দে কোলকাতায় স্থায়ীভাবে বসবাস শুরু করেছিলেন, কিন্তু এই ধারণা সম্পূর্ণ ভ্রান্ত। ১৮১৪ তো নয়ই, ১৮১৫ খ্রিস্টাব্দেরও একেবারে শেষ দিকে, অর্থাৎ নভেম্বর-ডিসেম্বর নাগাদ তিনি কোলকাতায় স্থায়ী বসবাস শুরু করেন।[৪] সেই সময় তিনি থাকতেন তাঁর মানিকতলার বাড়িতে। ওই সময়েই (নভেম্বর-ডিসেম্বর, ১৮১৫) রামমোহন রায় প্রতিষ্ঠা করলেন 'আত্মীয় সভা', যে সংগঠনের মাধ্যমে রামমোহন-দ্বারকানাথ সম্পর্ক ঘনিষ্ঠতায় পরিণত হয়।[৫]

'আত্মীয় সভা' হলো এমন একটি সংগঠন, যার উদ্দেশ্য ছিল স্পষ্টতই ধর্ম সংস্কার, সেই সঙ্গে সঙ্গে সমাজ সংস্কার এবং সেই উদ্দেশ্যে সপ্তাহে একদিন অধিবেশনে মিলিত হয়ে সংস্কারের উপায় নির্ধারণ ও আনুষঙ্গিক আলোচনা।[৬] রামমোহনের জীবনী-লেখিকা কুমারী কলেট তাঁর জীবনীগ্রন্থে উদ্ধৃতি চিহ্নের মধ্যে একটি লাইন ব্যবহার করেছেন, যদিও তার সূত্র উল্লেখ করেননি।[৭] পংক্তিটি এই :[৮]

> The meetings were not quite public and were attended chiefly by Rammohun's personal friends. Among these may be mentioned Dwarkanath Tagore, Brajamohun Mazumdar, Haladhar Bose, Nandakishore Bose and Rajnarayan Sen.

লাইনটি যাঁর, সেই উত্তরকালের ব্রাহ্ম নেতা কেশবচন্দ্র সেনের তখন জন্মই হয়নি। তিনি অবশ্যই বড়োদের কথা শুনে লিখে থাকবেন, কিন্তু কথাগুলি সত্যি। আত্মীয় সভার নিয়মিত সদস্য দ্বারকানাথ ঠাকুর অবশ্যই রামমোহনের 'ব্যক্তিগত বন্ধু' বা 'পার্সোনাল ফ্রেন্ড'।[৯] বস্তুত, রামমোহনের সামাজিক মর্যাদা, প্রখর ব্যক্তিত্ব, ক্ষুরধার যুক্তি, ইয়োরোপীদের সঙ্গে মেলামেশা ইত্যাদিতে বহু ধরনের মানুষ আকৃষ্ট হয়েছেন, আত্মীয় সভায় আসতেন। যেমন দ্বারকানাথ ছাড়াও, পাথুরিয়াঘাটার প্রসন্নকুমার ঠাকুর, টাকীর কালীনাথ মুন্সি ও বৈকুণ্ঠনাথ মুন্সি, রাজা কালীশঙ্কর ঘোষাল, নন্দকিশোর বসু (রাজনারায়ণ বসুর পিতা), বৃন্দাবন মিত্র, ব্রজমোহন মজুমদার, নীলরতন হালদার, তেলিনীপাড়ার অন্নদাপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়, বৈদ্যনাথ মুখার্জী, পণ্ডিত শিবপ্রসাদ মিশ্র, হরিহরানন্দ তীর্থস্বামী ও তাঁর ভাই রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশ। যাইহোক, আত্মীয় সভা সম্পর্কে আলোচনা করার আগে দুটি বিষয় বলে নেওয়া দরকার।

একদিকে কোলকাতায় স্থায়ীভাবে বসবাস শুরু করার আগেই (তখন তাঁর বয়স তেতাল্লিশ অর্থাৎ মধ্য বয়সী) রামমোহন ১৭৯৭ খ্রিস্টাব্দ থেকে মাঝে মাঝে কোলকাতায় এসেছেন, যদিও দ্বারকানাথের মতো তিনি এই শহরে জন্মান নি।[১০] পলাশির যুদ্ধের পনেরো বছর পর আরামবাগের খানাকুল অঞ্চলের রাধানগর গ্রাম (যা তাঁর জন্মকালে ছিল বর্ধমান জেলায়, পরে হুগলি জেলার অন্তর্গত) থেকে তিনি উঠে এসেছেন। পিতা রামকান্ত বৈষ্ণব

বংশের ব্রাহ্মণ, মা তারিণী দেবী শাক্ত বংশের। এহেন রামমোহন পিতার মৃত্যু (১৮০৩) পর্যন্ত বাহ্যত প্রচলিত হিন্দুধর্মে বিশ্বাসী ছিলেন।[১১] সেই রামমোহনই কেন এবং কীভাবে কঠোর যুক্তিবাদী হয়ে উঠলেন, প্রচলিত রক্ষণশীল পৌত্তলিক ও বহু দেবদেবীবাদ ইত্যাদিতে তাঁর অনাস্থা জন্মালো, সমাজের বদ্ধমূল অন্ধবিশ্বাসীদের সামাজিক কুপ্রথা রদ করতে মনস্থ করলেন, তা বলা বর্তমানে নিষ্প্রয়োজন, কিন্তু ১৮১৫ খ্রিস্টাব্দের আগেই তাঁর মতামত শক্ত ভিতে প্রতিষ্ঠিত। কোলকাতায় স্থায়ীভাবে বাস করতে শুরু করার অল্পকালের মধ্যেই 'a large number of rich and influential people of the city gathered round him, forming a circle of friends and admirers।'[১২] এঁদেরই অন্যতম দ্বারকানাথ।

অন্যদিকে, জোড়াসাঁকোর ঠাকুরবাড়ি বৈষ্ণব। তাঁরা খড়দহের গোস্বামীদের শিষ্য, অনুরূপ আহার-বিহারে অভ্যস্থ। বাড়িতে দোল-দুর্গোৎসব হয়। এই পরিবেশে বেড়ে-ওঠা নিরামিশাষী দ্বারকানাথ খুব ধার্মিক প্রকৃতির না হলেও প্রচলিত হিন্দু ধর্মে আস্থাশীল। পুজো করেন, জপতপ করেন। দ্বারকানাথ নাকি একসময় ধর্মীয় কারণে রামমোহনের বিরোধী ছিলেন, এমন উদ্ভট খবরও পাই এক সমসাময়িক ইংরেজি পত্রিকায়, যাঁরা এমন মন্তব্য করে :[১৩]

> For several years Dwarkanath permitted his religious feelings to stand in the way of personal acquaintance with Rammohun.

তবে কিছু রক্ষণশীল হিন্দু বিশ্বাস করতেন সংস্কারক রামমোহনের সঙ্গে মিশলেও বা তাঁর অনুরাগী হলেও বা ইংরেজি শিক্ষা লাভ করলেই যে ধর্মীয় ঐতিহ্য ছাড়তে হবে এমন কথা

*রামমোহন রায়* *শিল্পী : ঈশা মহম্মদ*

নেই। যেমন *সমাচার চন্দ্রিকা* থেকে ১৮৩১ খ্রিস্টাব্দের ২২ অক্টোবর *সমাচার দর্পণ* লিখেছে আর উদাহরণ টেনেছে দ্বারকানাথ ঠাকুরের, "যিনি রামমোহনের অনুরাগী বন্ধু, যদিও তাঁর বাড়িতে দুর্গা, শ্যামা, জগদ্ধাত্রী ইত্যাদি পুজোও হয়।"[১৪] এই দ্বারকানাথই রামমোহনের সংস্পর্শে এসে অনেক বদলে গেলেন। চুম্বক যেমন লোহাকে আকর্ষণ করে, রামমোহন যেন তেমনই টেনেছিলেন দ্বারকানাথকে। উপমাটি ক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুরের। দ্বারকানাথের পুত্র মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ, তাঁর তৃতীয় পুত্র হেমেন্দ্রনাথ অকালমৃত। হেমেন্দ্রনাথের মধ্যম পুত্র ক্ষিতীন ঠাকুর তাঁর প্রপিতামহের এক জীবনী লিখেছিলেন। ক্ষিতীন্দ্রনাথ লিখেছেন,[১৫]

> রামমোহন রায় সতীদাহ নিবারণের চেষ্টা প্রভৃতি নানা কাজকর্ম উপলক্ষ্যে যখন অবধি দ্বারকানাথের নিকট ঘন ঘন যাতায়াত করিতে লাগিলেন এবং বন্ধুতাও ঘনিষ্ঠতার হইতে লাগিল, তখন অবধি রামমোহন রায় দ্বারকানাথকে নিজের মত মাংসাহারে প্রবৃত্ত হইলেন। ...ক্রমে যখন অভ্যাস হইয়া পড়িল, তখন বাটীর এক বহিঃপ্রান্তে মাংস রাখিবার বন্দোবস্ত হইল। রামমোহন রায় বড়ই মুসলমান প্রিয় ছিলেন। তাঁহারই অনুকরণে দ্বারকানাথও মুসলমান বাবুর্চী রাখিয়াছিলেন। ক্রমে দ্বারকানাথের সঙ্গে ইংরাজদিগেরও ঘনিষ্ঠতা বৃদ্ধি হওয়াতে প্রকাশ্যেই তাঁহাদের সঙ্গে বসিয়া আহারাদি করিতেন। রামমোহন রায়ের অনুকরণে তিনিও অল্প পরিমাণে সেরি মদ্য পান করিতেন।

দ্বারকানাথ কেন এতখানি আকৃষ্ট হলেন? এই প্রশ্নের উত্তর দিয়েছেন দ্বারকানাথের আধুনিক জীবনীকার প্রয়াত কৃষ্ণ কৃপালনি। তাঁর ভাষায় :[১৬]

> It was Rammohun's robust love of truth, his courage in proclaiming it in the teeth of bitter opposition, whether of orthodox Hindus or of the less orthodox Christian evangelists, his compassion for the unhappy Hindu widow forced to burn herself on her husband's funeral pyre, his passionate zeal for social reform, his broad rational outlook and his unswerving faith in the future of India that drew Dwarkanath to Rammohun.

ঠিকই যে রামমোহনের সত্যনিষ্ঠা, নিজে স্রোতের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে সত্যের জন্য সংগ্রাম করা, এককথায় ধর্ম ও সমাজ সংস্কারের প্রচেষ্টা ইত্যাদি দ্বারকানাথের মনের সমর্থন পায়, এমনকি অনুমোদন পায় রামমোহনের যুক্তিবাদ-শাস্ত্রপ্রামাণ্য-সাধারণ বুদ্ধি এই তিনের মেশানো পন্থা। তাঁরা উভয়েই পাশ্চাত্য সংস্কৃতির সংস্পর্শ ও ইংরেজি তথা আধুনিক শিক্ষার প্রসার চাইতেন। যে বিষয়টি কম আলোচিত, তা হলো উভয়েই শিল্প-বিপ্লব পরবর্তী পৃথিবী, ফরাসি-বিপ্লবের পর নতুন যুগ, ভারতে পলাশির পর ঔপনিবেশিকতা ও নতুন কাঠামো, সামন্ততান্ত্রিক মধ্যযুগের পর আধুনিক যুগে পুঁজিবাদের অভ্যুদয় ও শিল্প-অর্থনীতি ইত্যাদি সম্পর্কে ওয়াকিবহাল ছিলেন।[১৭]

রামমোহন-দ্বারকানাথ উভয়েই ভারতের ভৌগোলিক ও রাজনৈতিক ঐক্য চাইতেন, যা আঠারো শতকে মোগল সাম্রাজ্য পতনের পর ভেঙে পড়েছিল এবং আবার কোম্পানির শাসনের ফলে যে পালাবদল তার ঐতিহাসিক তাৎপর্য ধরতে পেরেছিলেন, স্বাগত জানিয়েছিলেন।[১৮] বিষয়টি অবশ্য বিতর্কিত, আজকের দৃষ্টিভঙ্গি ও তথ্যজ্ঞান নিয়ে উনিশ শতকের প্রথমার্ধ বিচার চলে না। আর একটা কথা। রামমোহনের সঙ্গে দ্বারকানাথের

আলাপ কবে? আমরা ১৮১৫ লিখেছি বটে, তবে ১৮১৪ খ্রিস্টাব্দেও হতে পারে। কোনও সুনির্দিষ্ট সাক্ষ্য নেই। রামমোহন ভুটানে দৌত্য কাজে, ১৮১৪-তে কিছুদিন কোলকাতায় ছিলেন। কে আলাপ করিয়ে দিয়েছিল? তারও সুনির্দিষ্ট প্রমাণ নেই, তবে খুব সম্ভবত গোপীমোহন ঠাকুর, যিনি পাথুরিয়াঘাটা শাখার মানুষ, দ্বারকানাথের সম্পর্কিত ভ্রাতা এবং যিনি বিখ্যাত সওদাগরী প্রতিষ্ঠান ম্যাকিনটস অ্যান্ড কোম্পানির সঙ্গে ব্যবসা চালাতেন। এই কোম্পানির প্রতিষ্ঠাতা ইলিয়াস ম্যাকিনটস ছিলেন রামমোহনের বন্ধু; পরে এই কোম্পানির সঙ্গে দ্বারকানাথেরও যোগাযোগ ঘটে, তা যথাস্থানে বলবো। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের এক জীবনীকার খগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় এক কাহিনি শুনিয়েছেন, যা বিশ্বাসযোগ্য বা সঠিক মনে হলে ১৮১৪ নাগাদ রামমোহন-দ্বারকানাথ অন্তরঙ্গতার পরিচয় পাওয়া যায়।[১৯]

## ।। দুই ।।

আমরা আবার 'আত্মীয় সভা' প্রসঙ্গে ফিরে যাই। 'আত্মীয় সভা' (১৮১৫)-র প্রতিষ্ঠাকাল থেকে রামমোহনের ইংল্যান্ড যাত্রা (১৮৩০) পর্যন্ত রামমোহনের বহু কীর্তির সঙ্গেই ঘনিষ্ঠ-ভাবে যুক্ত ছিলেন দ্বারকানাথ, এবার সেই প্রসঙ্গ। 'আত্মীয় সভা' রামমোহন রায় কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত প্রথম সংগঠন, যা তিনি ধর্ম-সংস্কারের ও সমাজ সংস্কারের মঞ্চ হিসেবে গড়ে তোলেন। এটি টিঁকেছিল ১৮১৯ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত।[২০] অপৌত্তলিক, একেশ্বরবাদী ধর্মমত প্রচারের জন্য এবং সামাজিক পীড়া দূর করার জন্য রামমোহন চার ধরনের পদ্ধতি গ্রহণ

*দ্বারকানাথ ঠাকুর* *শিল্পী : প্রকাশ দাশ*

করেছিলেন : (ক) আলাপ-আলোচনা ও বিতর্ক, (খ) বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার মধ্য দিয়ে জ্ঞান বিতরণ, (গ) বই-পুস্তিকা-পত্রিকা প্রকাশ এবং (ঘ) সংগঠন গড়ে তোলা।[২১] সেই স্থির লক্ষ্যে তিনি এগিয়েছেন এবং যাঁদের সর্বদা পাশে পেয়েছেন, তাঁদের মধ্যে প্রথম নাম অবশ্যই দ্বারকানাথ ঠাকুর। মনে রাখা দরকার, 'আত্মীয় সভা' প্রতিষ্ঠার পর বহু মানুষ এসেছিলেন, কিন্তু মনের মধ্যে গোঁড়ামি থাকার ফলে সংস্কার-প্রচেষ্টা শুরু হতে অনেকেই সংশ্রব ত্যাগ করলেন। মহেন্দ্রনাথ রায় বিদ্যানিধি (রামমোহন রায়ের বৃহত্তর পরিবারের বংশভুক্ত) এক রচনায় 'আত্মীয় সভা'-র সদস্য ছিলেন, এমন আঠাশটি নাম দিয়েছেন।[২২] এর মধ্যে শ্রীকৃষ্ণ সিং, বৈকুণ্ঠনাথ মুখোপাধ্যায় প্রমুখ সভা পরিত্যাগ করলেও দ্বারকানাথ কখনও রামমোহনকে ছাড়েননি। ক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর মন্তব্য করেছেন :[২৩]

> দ্বারকানাথ ও রামমোহন, উভয়ের হৃদয়ের তেজস্বিতা ও স্বাধীনতা পরস্পরকে আজীবন আকৃষ্ট করিয়া রাখিয়াছিল।

আমরা ১৮১৫-১৮১৯ পর্বের আলোচনায় আসবো। এই পর্বেই রামমোহন রায় তাঁর অবিচল মনোভাব নিয়ে স্থির লক্ষ্যে এগিয়েছেন, বিপুল পরিমাণ প্রতিকূলতা ও রক্ষণশীল সমাজের প্রবল বিরোধিতা উপেক্ষা করে। যে মুষ্টিমেয় কয়েকজনকে তিনি পাশে পেয়েছিলেন, তাঁদের মধ্যে প্রথম নাম দ্বারকানাথ, তা আগেই উল্লেখ করেছি। রামমোহনের বহুমুখী ও বৈচিত্র্যময় ক্রিয়াকলাপের মধ্যে যদি চারটে প্রধান বলে ধরে নেওয়া যায়, তবে সেগুলি এরকম : (১) সতীদাহ বিরোধী আন্দোলনকে নেতৃত্ব দিয়ে তুঙ্গে তুলে ধরা, যার ফলে ১৮২৯ খ্রিস্টাব্দে বেন্টিঙ্ক-এর পক্ষে সতীদাহ-বিষয়ক আইন পাস সহজ হয়; (২) অপৌত্তলিক অর্থাৎ নিরাকার একেশ্বরবাদী ধর্মমতকে তুলে ধরা, কোনও নূতন ধর্মপ্রচার নয় বরং মূলত বৈদান্তিক বিশুদ্ধ ধর্ম প্রতিষ্ঠা এবং যার সূত্রপাত 'আত্মীয় সভা'-র মাধ্যমে ও পরিণতি ব্রাহ্মসমাজ প্রতিষ্ঠায় (১৮২৮ খ্রি.); (৩) আধুনিক তথা ইংরেজি শিক্ষার প্রসার এবং তার মধ্য দিয়ে দেশবাসীর চেতনার প্রসার। এবং (৪) নারীজাতির সামাজিক অবস্থানের উন্নতি সাধন। প্রতিক্ষেত্রেই দেখি দ্বারকানাথকে প্রকৃত বন্ধুর মতো সাহায্য করতে।

অগ্রজ রামমোহনের বাড়িতেই শুধু অনুজ দ্বারকানাথ নিয়মিত আসতেন এমন নয়, মাঝে মাঝে রামমোহনও যেতেন জোড়াসাঁকোর ঠাকুরবাড়িতে (যতদিন তিনি কোলকাতায় ছিলেন)। জোড়াসাঁকোর জমিতেই এক নূতন ভবন নির্মাণ করিয়েছিলেন দ্বারকানাথ ঠাকুর, সেই সংবাদ পাচ্ছি শনিবার, ৬ পৌষ, ১২৩০ সালের (২৩ ডিসেম্বর, ১৮২৩ খ্রি.) *সমাচার দর্পণ* পত্রিকায়।[২৪] প্রবীন বয়সে স্মৃতিচারণ করেছিলেন মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর (যিনি বারো-তেরো বছর পর্যন্ত রামমোহনকে দেখেছেন), তাঁর সেই সাক্ষ্যে পাচ্ছি :[২৫]

> রাজা মধ্যে মধ্যে আমাদের বাটীতে আসিতেন। আমার পিতা রাজাকে অতিশয় শ্রদ্ধা করিতেন। তিনি অল্প বয়সে দেশে প্রচলিত ধর্ম্মে দৃঢ় বিশ্বাসী ছিলেন; কিন্তু রাজার সহিত আলাপ পরিচয় হওয়াতে প্রচলিত ধর্ম্মে তাঁহার অবিশ্বাস হইয়াছিল। কিন্তু রাজা যে ব্রহ্মজ্ঞান প্রচার করিয়াছিলেন, তিনি কখনই তাহা সম্পূর্ণরূপে গ্রহণ করিতে পারেন নাই।

১৮১৪ খ্রিস্টাব্দে রামমোহন রায় শুধুমাত্র 'আত্মীয় সভা' প্রতিষ্ঠা করেছিলেন এমন নয়, ওই বছর প্রকাশিত হয় তাঁর *বেদান্তগ্রন্থ* এবং *বেদান্তসার*। শেষের বইটির ইংরেজি তর্জমা

*Translation of the Abridgement of the Vedant* প্রকাশিত হয় ১৮১৬ খ্রিস্টাব্দে। সমাজে আলোড়ন ওঠে। তারপর পাঁচটি উপনিষৎ তর্জমা ক'রে প্রকাশ। বের হলো তাঁর তার্কিক রচনা। *উৎসবানন্দ বিদ্যাবাগীশের সহিত বিচার* (১৮১৬-১৭), *ভট্টাচার্যের সহিত বিচার* (১৮১৭), *গোস্বামীর সহিত বিচার* (১৮১৮)। তবে আরও তাৎপর্যপূর্ণ : *সহমরণ বিষয়ে প্রবর্ত্তক ও নিবর্ত্তকের সম্বাদ* (১৮১৮), *সহমরণ বিষয়ে প্রবর্ত্তক ও নিবর্ত্তকের দ্বিতীয় সম্বাদ* (১৮১৯) এবং সেই পুস্তিকা দুটির ইংরেজি ভাষান্তর।

পারস্পরিক সম্পর্ক ও সহযোগিতা বিষয়ে দৃষ্টি দেবার আগে দ্বারকানাথ ঠাকুর সম্পর্কে, ব্যক্তিজীবন বিষয়ে অল্প কিছু কথা উল্লেখ করছি। ধনীর দুলাল দ্বারকানাথের বাল্য ও কৈশোর সম্বন্ধে কিছু কথা আগেই বলা হয়েছে। উত্তরাধিকার সূত্রে তিনি জমিদার। 'প্রায় ষোলো বছর বয়সে তিনি জমিদারির কার্যভার স্বহস্তে গ্রহণ করেন।' খুব বড়ো কিছু না—কুষ্ঠিয়ার অন্তর্গত বিরাহিমপুর এবং কটকের অন্তর্গত পান্ডুয়া ও বালিয়া। পরে সাহাজাদপুর, কালীগ্রাম ইত্যাদি পরগণা দ্বারকানাথ নিজে কেনেন। জমিদারি পরিচালনা সূত্রে তিনি জমিদারি সংক্রান্ত বিভিন্ন আইন-কানুন বিষয়ে অভিজ্ঞতা ও জ্ঞান লাভ করে একজন আইনী পরামর্শদাতা হয়ে ওঠেন; সুপ্রিম কোর্টের ব্যারিস্টার মিঃ ফার্গুসনের কাছে আইনের পাঠ নেন। এর ফলে একদিকে তিনি বহু ভূস্বামী ব্যক্তির আইনী উপদেষ্টা হন, অন্যদিকে সরকারী মহলেও পরিচিত হন। এর ফলে ১৮১৮-তে তিনি চব্বিশ পরগণার কালেক্টরের অফিসে সেরেস্তাদার, ১৮২২-এ চব্বিশ পরগণার কালেক্টর ও নিমক মহলের অধ্যক্ষ প্লাউডেনের দেওয়ান নিযুক্ত হন। ১৮২৮ খিস্টাব্দে শুল্ক ও অহিফেন বোর্ডের দেওয়ান হন। এইভাবে জমিদারি ছাড়াও অর্থোপার্জনের নূতন পথ খুলে যায়।

অন্যদিকে, রামমোহনের সংস্পর্শে আসার ফলে তাঁর অন্য লাভ হয়। রামমোহনের বন্ধু উইলিয়াম অ্যাডাম, জে. বি. গর্ডন, জেমস কলডর প্রমুখের কাছ থেকে ইংরেজি ভাষার তালিম নেন। ম্যাকিনটস কোম্পানির সঙ্গে তার যোগের কথা আগেই বলা হয়েছে। এই কোম্পানির অংশীদারগণ ম্যাকিনটস, গর্ডন, কলডর সবাই রামমোহনের বিশেষ পরিচিত। এই কোম্পানির মাধ্যমেই দ্বারকানাথের ব্যবসা-বাণিজ্যে আগ্রহ বাড়ে। ১৮২৮ খ্রিস্টাব্দে তিনি ওই কোম্পানির অংশীদার হন। ১৮৩৩ খ্রিস্টাব্দে ম্যাকিনটস কোম্পানি ও তার পরিচালনাধীন কমার্শিয়াল ব্যাঙ্কের পতন ঘটে। তার আগেই ১৮২৯ খ্রিস্টাব্দে দ্বারকানাথ ঠাকুর প্রতিষ্ঠা করেছিলেন 'ইউনিয়ন ব্যাঙ্ক', আর রামমোহনের মৃত্যুর পর, ১৮৩৪ খ্রিস্টাব্দে স্বাধীন ব্যবসা-বাণিজ্যে পূর্ণ মনোযোগ দেওয়ার জন্য সরকারি কর্মে ইস্তফা দেন। আর অনেক আগেই ১৮০৯ খ্রিস্টাব্দে, কিশোর বয়সেই যশোহরের নরেন্দ্রপুরের রামতনু রায়চৌধুরীর সুন্দরী কন্যা দিগম্বরীর সঙ্গে তাঁর বিবাহ হয়েছিল।[২৬] দ্বারকানাথ-দিগম্বরীর পাঁচ পুত্র হয়, যদিও দুজন অকালমৃত; বেঁচেছিলেন দেবেন্দ্রনাথ, গিরীন্দ্রনাথ ও নগেন্দ্রনাথ।

কথায় কথায় আমরা অনেক পরে চলে এসেছি। তাই আমরা ১৮২০-তে ফিরে যাই এবং দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখি রামমোহন-দ্বারকানাথ সম্পর্কের উপর। ১৮১৫-১৯ অর্থাৎ 'আত্মীয় সভা'-র আমল থেকে রক্ষণশীল হিন্দুরা রামমোহনের উপর ক্ষিপ্ত। তাঁর নামে কুৎসা রটানো,

এমনকি প্রাণনাশের চেষ্টাও হয়েছে। এই প্রসঙ্গে একটি কাহিনির উল্লেখ করেছেন ক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর :[২৭]

> 'আত্মীয় সভা'য় হইত উপনিষদ পাঠ ও সঙ্গীত। যে সকল বন্ধু তাহা হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়াছিল, জয়কৃষ্ণ সিংহ তাঁহাদের অন্যতম। তিনি বিরোধী সম্প্রদায়ের সহিত যোগদান করিয়া সর্ব্বত্র এই মিথ্যা অপবাদ রটনা করিয়া বেড়াইতে লাগিলেন যে, 'আত্মীয় সভা'-য় গোবৎস হত্যা করা হয়। সেই সময়ে ইহা অনেক লোকেরই সত্য বলিয়া বিশ্বাস হইয়াছিল। আমি পিতামহদেবের (অর্থাৎ মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ) নিকট শুনিয়াছি যে তিনি একবার রামমোহন রায়ের সহিত সাক্ষাৎ করিতে গিয়াছিলেন। তিনি তখন আহারে বসিয়াছিলেন। তাঁহার আহার স্থলে একমাত্র দ্বারকনাথ ঠাকুর এবং তৎ-পুত্রদিগের প্রবেশের অধিকার ছিল। তিনি পিতামহদেবকে বলিলেন, 'ব্রাদার, এই দেখিতেছ আমি খাইতেছি রুটী ও মধু। কিন্তু এতক্ষণে হয়তো হুলুস্থুল পড়িয়া গিয়াছে যে আমি গোমাংস খাইতেছি।

এবার রামমোহন ও দ্বারকানাথের পারস্পরিক সহযোগিতার ক্ষেত্রগুলি বলা যাক। সময় পরিধি ১৮১৫-এর অক্টোবর-নভেম্বর থেকে ১৮৩০-এর নভেম্বর পর্যন্ত, যে মাসের ১৯ তারিখে রামমোহন 'অ্যালরিয়ন' নামক জাহাজে চড়ে বিলেত পাড়ি দিলেন। গুরু-শিষ্যে আর দেখা হয়নি। ধর্ম সংস্কার এবং সমাজ সংস্কার প্রচেষ্টায় রামমোহনের কীর্তির সঙ্গে দ্বারকানাথের নামও জড়িয়ে আছে, তবে অন্যান্য বহু ব্যাপারেই তাঁরা দুজন একত্রে সক্রিয়।

## ।। তিন।।

রামমোহন ও দ্বারকানাথ উভয়েই মনে করতেন, ধর্ম-ভিত্তিক দেশজ শিক্ষা নয়, আধুনিক তথা ইংরেজি শিক্ষা (বিজ্ঞান সমেত) প্রবর্তিত না হলে আমাদের দেশ কখনও আধুনিক জগতের সঙ্গে তাল মিলিয়ে এগিয়ে যেতে পারবে না। ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির সরকার ১৭৭২ থেকে ১৮১৩ পর্যন্ত এদেশে পাশ্চাত্য প্রসারের ব্যাপারে কোনও উদ্যোগ নেয়নি। যেটুকু যা করেছেন, তা বেসরকারি খ্রিস্টান মিশনারিকুল। ১৮১৩ খ্রিস্টাব্দের চার্টার আইনে সর্বপ্রথম শিক্ষার ব্যাপারে দায়িত্ব স্বীকার করে নিয়ে বছরে এক লক্ষ টাকা ব্যয় করার কথা বলা হয়। কিছু টাকা প্রাচ্যপন্থী না পাশ্চাত্যপন্থী কোন্ খাতে প্রবাহিত হবে, তা নিয়ে দীর্ঘকাল বিতর্ক ছিল। শেষপর্যন্ত বেন্টিঙ্কের আমলে ইংরেজির অনুকূলে বিষয়টির মীমাংসা হয় (১৮৩৫)। এই পরিপ্রেক্ষিতে রামমোহন-দ্বারকানাথ উভয়েই 'হিন্দু কলেজ' প্রতিষ্ঠার প্রস্তাবে সাগ্রহে সমর্থন করেন, যদিও রামমোহন রক্ষণশীল হিন্দুদের আপত্তিতে নিজেকে গুটিয়ে নেন। ১৮১৭ খ্রিস্টাব্দে কোলকাতায় হিন্দু কলেজ প্রতিষ্ঠিত হয়।[২৮] ডেভিড হেয়ার থেকে আলেকজাণ্ডার ডাফ্ পর্যন্ত অনেক বেসরকারি ব্যক্তির সঙ্গে রামমোহনের ঘনিষ্ঠতা ছিল। ১৮২২ খ্রিস্টাব্দে রামমোহন রায় প্রায় সম্পূর্ণ নিজের খরচায় কোলকাতায় একটি বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেন, যার নাম হয় 'অ্যাংলো হিন্দু স্কুল'।[২৯] দ্বারকানাথ ঠাকুর শুধু সাহায্যই করেননি, তাঁর জ্যেষ্ঠপুত্র দেবেন্দ্রনাথকে (জন্ম ১৮১৭) এখানে ভর্তি করে দেন।[৩০] এখানে তাঁর সঙ্গে পড়তেন রামমোহনের কনিষ্ঠ পুত্র রমাপ্রসাদ।[৩১]

রামমোহন রায় ও দ্বারকানাথ ঠাকুর দু'জনেই মনে প্রাণে আধুনিক যুগের উপযোগী শিক্ষা চাইতেন। বিস্তারিত তথ্যের মধ্যে যাবার বা আলোচনার কোনও প্রয়োজন নেই। শুধু একথা

উল্লেখ করেই এই প্রসঙ্গ শেষ করবো যে, লর্ড আমর্হাস্টকে তাঁর স্মরণীয় একটি চিঠির (১৮২৩) মাধ্যমে রামমোহন তাঁর মনোভাব বুঝিয়ে দিয়ে গেছেন আর তাঁর অনুগামী দ্বারকানাথ এক পা এগিয়ে কোলকাতায় চিকিৎসা বিদ্যার প্রসারে পর্যন্ত সানুগ্রহ আনুকূল্য করেছেন।

বাস্তবিক পক্ষে, রামমোহন রায় এবং তাঁর মুষ্টিমেয় সহযোগীবৃন্দ, যাঁদের মধ্যে প্রধান দ্বারকানাথ ঠাকুর, তাঁরা শুধু ইংরেজি শিক্ষা প্রচলনের ক্ষেত্রেই নয়, বহু ব্যাপারেই পথিকৃৎ। সেইজন্যই রামমোহনকে 'ভারতীয় নবজাগরণের জনক' বা অগ্রদূত আখ্যা দেওয়া হয়। রামমোহন-দ্বারকানাথ সম্পর্কেরও গুরুত্ব এইখানেই। যেমন আর একটি ব্যাপারে এই দুজন চিরস্মরণীয় এবং তা হলো ভারতে মুদ্রিত সংবাদ-মাধ্যমের প্রসার, যার সঙ্গে যুক্ত সংবাদপত্রের স্বাধীনতা থেকে ভারতবাসীর প্রতিবাদ-স্পৃহা ইত্যাদি অনেক কিছু।

রামমোহন এবং দ্বারকানাথ, দুই জনের কেউই কোনও পত্রিকা সম্পাদনা করেননি,কিন্তু জনমত গঠনে পত্রপত্রিকার গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকার কথা জানতেন এবং নিজেরাই বাংলা ও ইংরেজি পত্রিকা প্রকাশে উদ্যোগ নিয়েছিলেন। রামমোহন নিজে তিনটি পত্রিকা বের করেছিলেন—বাংলায় *সম্বাদ কৌমুদী*, ইংরেজি *The Brahmanical Magazine* এবং ফারসি *মিরাট-উল্-আখবার*।[৩২] তবে ক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর যেমন বলেছেন, ১৮২২ খ্রিস্টাব্দে দ্বারকানাথ ঠাকুরই *সম্বাদ কৌমুদী* প্রকাশ ক'রে রামমোহন রায়কে তার সম্পাদক নিযুক্ত করেন, তা আদৌ ঠিক নয়।[৩৩] তেমনি সংবাদপত্রের স্বাধীনতা হরণকারী Press Ordinance (১৮২৩)-এর প্রতিবাদে রামমোহন *মিরাট* প্রকাশ বন্ধ করে দেন।[৩৪] তেমনি দ্বারকানাথ বাংলা সাপ্তাহিক *বঙ্গদূত*, ইংরেজি সাপ্তাহিক *Bengal Herald*-য়ের প্রকাশ করা ছাড়াও আর্থিক সাহায্য করেছিলেন *Bengal Hurkuru, India Gazette, The Englishman* পত্রিকাকে।[৩৫] সমসাময়িক ইংরেজ শল্যচিকিৎসক ও সম্পাদক মন্টগোমারি মার্টিন লিখেছেন :[৩৬]

> ...to no individual is the Indian Press under greater obligation than to the lamented Rammohun Roy and munificent Dwarkanath Tagore.

আমাদের দেশে মুদ্রিত গণমাধ্যমের সূচনা ১৭৮০ খ্রিস্টাব্দে জেমস্ অগাস্টান হিকি-র *The Bengal Gazette* প্রকাশের সময় থেকে; বাংলা ভাষায় প্রথম মাসিক পত্রিকা শ্রীরামপুরের খ্রিস্টান পাদ্রীদের *দিগ্‌দর্শন* (১৮১৮); তবে প্রথম বাংলা সংবাদপত্র *বাঙ্গাল গেজেট* (সাপ্তাহিক), যার সম্পাদক গঙ্গাকিশোর ভট্টাচার্য এবং মালিক হরচন্দ্র রায়, উভয়েই রামমোহনের ঘনিষ্ঠ এবং যে পত্রিকা *সমাচার দর্পণ*-এর কিছু আগে প্রকাশিত হয়।[৩৭]

১৭৮০ খ্রিস্টাব্দ থেকে ১৮২০-২২ পর্যন্ত সংবাদপত্র ও সাময়িকপত্রের প্রসার ঘটলেও (বাংলা ও ইংরেজি) কোম্পানির সরকার সর্বদা স্বাধীন মতামত প্রকাশ পছন্দ করতেন না। বহু সম্পাদক কিংবা পত্রিকাকে ঐ যুগে লাঞ্ছনা সহ্য করতে হয়েছে। কিন্তু অবস্থা চরমে পৌঁছোয় যখন ১৮২৩ খ্রিস্টাব্দে অস্থায়ী গভর্নর জেনারেল জন এডামস্ এক কুখ্যাত প্রেস অর্ডিনেন্স জারি করে সংবাদপত্রের, বিশেষত দেশীয় মালিকানাধীন পত্রগুলির স্বাধীনতার কণ্ঠরোধ করেন। এর প্রতিবাদে গর্জে ওঠেন রামমোহন। তিনি একদিকে সপারিষদ ইংলণ্ডের রাজার কাছে আবেদন পাঠান এবং অন্যদিকে কোলকাতার সুপ্রিম কোর্টের কাছে এক স্মারকলিপি পেশ করেন।[৩৮] এই স্মারকলিপিটি স্বয়ং রামমোহন রায়ের রচনা এবং এতে

রামমোহন ছাড়াও তাঁর পাঁচ সহযোগী স্বাক্ষর করেছিলেন, যার অন্যতম দ্বারকানাথ।[৩৯] সংবাদপত্রের স্বাধীনতার জন্য এই প্রচেষ্টা ভারতীয়দের প্রথম প্রতিবাদী কণ্ঠস্বর। সুপ্রিম কোর্টের মাধ্যমে সরকারকে পাঠানো স্মারকলিপিটি যুক্তির বিন্যাসে ও ভাষার মাধুর্যে তুলনাহীন। রামমোহনের জীবনী লেখিকা কুমারী কলেট একে 'Areopagitica of Indian history' বলে মন্তব্য করেছেন।[৪০]

ধর্মসংস্কারক তথা ব্রাহ্মসমাজ প্রতিষ্ঠা এবং সতীদাহ নিবারণ এই দুটি কীর্তি আলোচনার আগে দু'টি কথা বলে নেওয়া দরকার। প্রথমত, ১৮৩৫ খ্রিস্টাব্দে মেটক্যাফ যখন মুদ্রাযন্ত্রের স্বাধীনতা স্বীকার করে আইন করলেন, তখন রামমোহনের ভাবশিষ্য দ্বারকানাথ ৮ই জুন এক সভায় মেটক্যাফের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে ভাষণ দেন। দ্বিতীয়ত, রামমোহনের সাহচর্যের ফলে দ্বারকানাথের মনে যে চেতনা সুদৃঢ় হয়েছিল, রামমোহনের জীবিতবস্থায় এবং তাঁর অবর্তমানেও তা অব্যাহত ছিল। ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির একচেটিয়া ব্যবসার অধিকার, বেন্টিঙ্কের প্রতি বিদায়কালীন অভিনন্দন, কালা আইন, দেওয়ানী জুরি প্রথার প্রবর্তন প্রভৃতি রাজনৈতিক বিষয়ে আমরা দ্বারকানাথকে কোথাও স্বপক্ষে বা কোথাও বিপক্ষে সক্রিয় ভূমিকা নিতে লক্ষ্য করি। দুটি উদাহরণ : কোম্পানির আমলে বিচার ব্যবস্থায় ১৮২৬ খ্রিস্টাব্দের আগে শুধু ইয়োরোপীয়ানই জুরির তালিকায় স্থান পেত, কিন্তু ১৮২৬-এর জুরি আইনে ভারতীয়দের সীমিত স্থান লাভ ঘটলেও ওই জুরি আইনের ধারা জাতি-বৈষম্যমূলক ছিল। তার প্রতিবাদে ব্রিটিশ পার্লামেন্টের কাছে যে আবেদনপত্র পাঠানো হয়,[৪১] তাতে স্বাক্ষর করেন রামমোহন ও দ্বারকানাথ।[৪২] তেমনি ১৮২৮ খ্রিস্টাব্দের লাখেরাজ সম্পত্তি সংক্রান্ত আইনের বিরুদ্ধেও গভর্নর জেনারেল-এর কাছে যে আবেদনপত্র পাঠানো হয়, তাতেও স্বাক্ষর দেন রামমোহন ও দ্বারকানাথ।[৪৩]

রামমোহন রায়-প্রতিষ্ঠিত 'আত্মীয় সভা' (১৮১৫) নতুন ধর্ম প্রতিষ্ঠার জন্য না হলেও সংস্কারের উদ্দেশ্যে স্থাপিত প্রথম সংগঠন। রামমোহন-গবেষক অধ্যাপক দিলীপকুমার বিশ্বাস লিখেছেন যে এই সংগঠনটিকে 'ব্রাহ্মসমাজ'-এর পূর্বসূরী বলা যেতে পারে।[৪৪] যদিও এই সভায় শুধু ধর্মালোচনাই হতো তা নয়, নানা সামাজিক সমস্যা ও তার সমাধান বিষয়েও আলোচনা হতো।[৪৫] আমরা আগেই দেখিয়েছি যে ধর্মমত বিষয়ে সম্পূর্ণ ভিন্ন হয়েও দ্বারকানাথ ঠাকুর রামমোহনের সঙ্গে অন্তরঙ্গ হন এই সভা সূত্রেই। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, ১৮২৩ খ্রিস্টাব্দে 'গৌড়ীয় সমাজ' প্রতিষ্ঠিত হলে দ্বারকানাথ তারও সদস্য হন, যদিও গৌড়ীয় সমাজ খ্রিস্টান মিশনারীদের বিরুদ্ধে হিন্দু সমাজের স্বার্থ রক্ষার জন্য স্থাপিত হয় এবং যার সঙ্গে রামমোহনের প্রধান রক্ষণশীল প্রতিপক্ষ যুক্ত ছিলেন।[৪৬]

১৮১৯ খ্রিস্টাব্দের পর 'আত্মীয় সভা'-র অধিবেশন আর হয়নি। ১৮২০ থেকে রামমোহন গোঁড়া খ্রিস্টান মিশনারীদের সঙ্গে এক দীর্ঘকালীন বিতর্কে লিপ্ত হন, কিন্তু তা ভিন্ন আলোচনার বিষয়।[৪৭] ১৮২১ খ্রিস্টাব্দে পাদ্রী উইলিয়াম অ্যাডাম একেশ্বরবাদী ভাবধারায় এবং রামমোহনের প্রণোদনায় 'ক্যালকাটা ইউনিটেরিয়ান কমিটি' স্থাপন করেন।[৪৮] এর আগেই অ্যাডাম রামমোহনের প্রভাবে খ্রিস্টিয় ত্রিত্ববাদী গোঁড়ামি পরিত্যাগ করে একেশ্বরবাদী বা 'ইউনিটেরিয়ান' হয়েছিলেন।[৪৯]

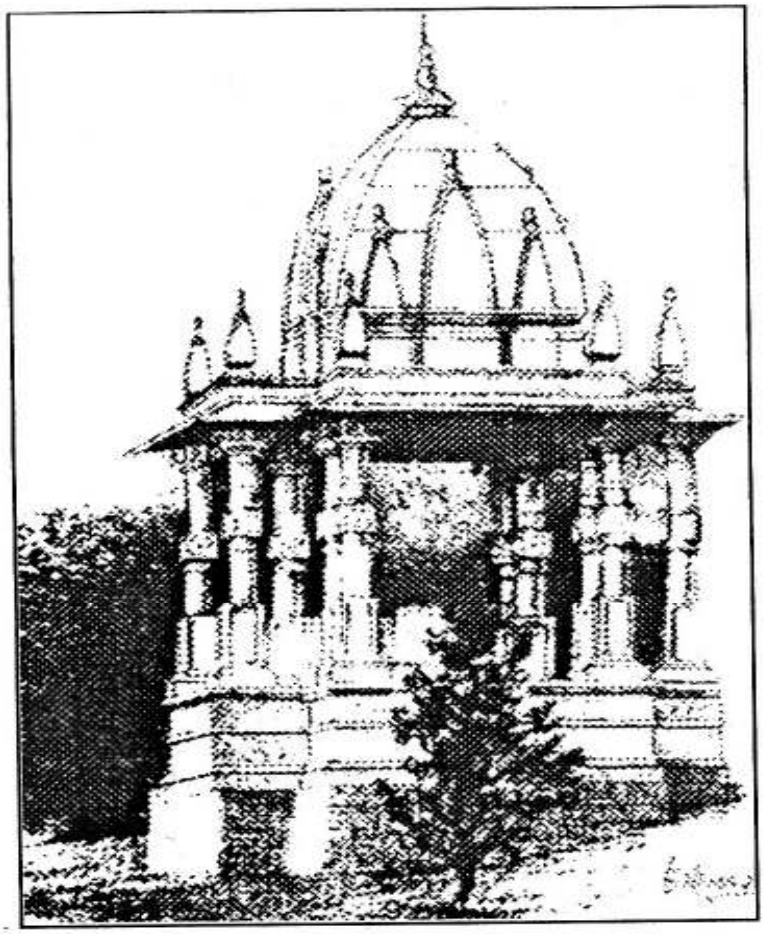

*ব্রিস্টলের আর্নোস ভেল সেমেটারিতে রামমোহনের সমাধিস্তম্ভ  শিল্পী : চারু খান*

এই কমিটির সদস্য হয়েছিলেন রামমোহন ছাড়াও দ্বারকানাথ ঠাকুর, প্রসন্নকুমার ঠাকুর এবং রামমোহনের জ্যেষ্ঠপুত্র রাধাপ্রসাদ রায়।[৫০] এই কমিটি একেশ্বরবাদী উপাসনা স্থল ইউনিটেরিয়ান মিশন প্রতিষ্ঠা করে এবং এজন্য তহবিলে রামমোহন পাঁচ হাজার এবং দ্বারকানাথ ঠাকুর আড়াই হাজার টাকা চাঁদা দিয়েছিলেন।[৫১] রামমোহন এবং তাঁর সহযোগীরা এই উপাসনা গৃহে নিয়মিত যেতেন। ১৮২৮ খ্রিস্টাব্দে রামমোহন দ্বারকানাথ সহ অন্যান্য সহযোগীদের নিয়ে, ২০ আগস্ট তারিখে উত্তর কোলকাতার চিৎপুর রোডে 'ব্রাহ্মসমাজ' প্রতিষ্ঠা করেন।[৫২]

এই ব্রাহ্মসমাজের প্রতিষ্ঠার পিছনে দু'টি কাহিনি প্রচলিত আছে। প্রথমটি, সঠিক বলে মনে হয়। তা এই : একদিন ইউনিটেরিয়ান মিশন থেকে রামমোহন ফিরছেন, সঙ্গে তারাচাঁদ চক্রবর্তী ও চন্দ্রশেখর দেব। পথে চন্দ্রশেখর বিদেশি উপাসনাস্থলের পরিবর্তে নিজেদের একটি উপাসনালয় প্রতিষ্ঠার প্রস্তাব করেন। রামমোহন প্রস্তাবটি গ্রহণ করেন এবং তা আলোচনার জন্য দ্বারকানাথ ঠাকুর ও টাকীর কালীনাথ মুন্সীর সঙ্গে পরামর্শ করেন এবং নিজের বাড়িতে একটি সভা ডাকেন। যেখানে রামমোহন ও দ্বারকানাথ ছাড়াও কালীনাথ মুন্সী, প্রসন্নকুমার ঠাকুর, হাওড়ার মথুরানাথ মল্লিক, চন্দ্রশেখর দেব, তারাচাঁদ চক্রবর্তী প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন এবং সভার সিদ্ধান্ত অনুসারে 'ব্রাহ্মসমাজ' প্রতিষ্ঠা করেন।[৫৩] দ্বিতীয় কাহিনি অনুসারে প্রস্তাবটি এসেছিল উইলিয়াম অ্যাডামের কাছ থেকে। ব্রাহ্মসমাজ প্রথমে প্রতিষ্ঠিত হলো এক ভাড়া বাড়িতে।

যাইহোক, কিছুদিন পরে সমাজের নিজস্ব ভবনের জন্য চিৎপুর রোডেই একটি জমি ক্রয় করা হয় এবং কোবালায় পাঁচজনের নাম পাই—রামমোহন রায়, দ্বারকানাথ ঠাকুর, কালীনাথ রায় (মুন্সী), প্রসন্নকুমার ঠাকুর ও রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশ।[৫৪] সমাজ গৃহ নির্মিত হলে তা এক ট্রাস্ট ডিড গঠন করে তিনজন অছির হাতে অর্পণ করা হয় এবং ১৮৩০ খ্রিস্টাব্দের ২৩শে জানুয়ারি (১১ই মাঘ) উপাসনা মন্দিরের দ্বার উৎঘাটন হয়।[৫৫] নিরাকার একেশ্বরবাদী উপাসনার জন্য এই মন্দির ছিল সর্বধর্মের জন্য উন্মুক্ত। ক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুরের মতে, রামমোহন প্রথমে ইংরেজি ভাষায় উপাসনার কথা ভাবলেও দ্বারকানাথের পরামর্শে স্বদেশী ভাষায় ব্রহ্মজ্ঞান প্রচারের সিদ্ধান্ত নেন।[৫৬] মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের সাক্ষ্য অনুযায়ী উপাসনার দিনে চোগা-চাপকান্ পরিধান করতে পছন্দ করলেও দ্বারকানাথ ধুতি চাদরের স্বদেশী পোষাকে যেতেন।[৫৭] ১৮৩০ খ্রিস্টাব্দে রামমোহন ইংল্যান্ড চলে গেলে, বিশেষত রামমোহনের বিদেশে প্রয়াণের পর (সেপ্টেম্বর, ১৮৩৩) তাঁর প্রতিষ্ঠিত ব্রাহ্মসমাজের অবস্থা ক্রমেই ক্ষীয়মান হয়ে আসে। সে সময়ে আচার্য রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশের কর্তব্য নিষ্ঠা, গায়ক বিষ্ণুচন্দ্র চক্রবর্তীর দায়িত্ববোধ এবং বন্ধু দ্বারকানাথের আর্থিক বদান্যতার ফলে ব্রাহ্মসমাজ টিকে ছিল।[৫৮]

ধর্মীয় ব্যাপারে দ্বারকানাথের ভাবনায় ও আচরণে স্ববিরোধিতা থাকলেও সমাজ সংস্কারের ক্ষেত্রে তিনি ছিলেন রামমোহনের সর্বাংশে সমর্থক। সতীদাহ বিরোধী আন্দোলনের কথা ধরা যাক। সতীদাহ প্রথা কিভাবে বাংলায় উদ্ভব হলো, প্রসার ঘটলো এবং তার বিরুদ্ধে আন্দোলন গড়ে উঠলো সে বিষয়ে বর্তমানে আলোচনার প্রয়োজন নেই।[৫৯] রামমোহন আন্দোলনে নেতৃত্ব দেওয়ার পর আন্দোলন তীব্র হয় এবং শেষপর্যন্ত, ১৮২৯ খ্রিস্টাব্দের ৪ঠা ডিসেম্বর, গভর্নর জেনারেল উইলিয়াম বেন্টিঙ্ক এই বর্বর প্রথা নিষিদ্ধ করে আইন পাশ করেন।[৬০] এর পরে তার কাছে সংস্কারকামী প্রগতিশীল ব্যক্তিদের পক্ষ থেকে যে অভিনন্দন পত্র পাঠানো হয়েছিল, তাতে স্বাক্ষর করেছিলেন রামমোহনের সঙ্গে দ্বারকানাথও।[৬১] মনে রাখা দরকার, সতীদাহ বিরোধী আন্দোলন, ব্রাহ্ম-সমাজ প্রতিষ্ঠা (যাকে অধিকাংশ ক্ষেত্রে ব্রহ্ম-সভা বলা হতো) এবং বেন্টিঙ্কের আইন, রক্ষণশীল হিন্দুদের উত্তেজিত ও বিক্ষুব্ধ করে তোলে। তারা 'ধর্মসভা' গঠন করেন[৬২] এবং তার পক্ষ থেকে আইনটি নাকচ করার জন্য ইংল্যান্ডে এক আবেদনপত্র পাঠানো হয়। কিন্তু এই আবেদন ইংল্যাণ্ডের সংসদে নাকচ হয় মুখ্যত রামমোহনের উপস্থিতি ও ভূমিকার জন্য।[৬৩] আরও দুটি তথ্য স্মরণযোগ্য। সতীদাহ নিবারণে এই সাফল্যের জন্য, ১৮৩২ খ্রিস্টাব্দের ১০ই নভেম্বর ব্রাহ্মসমাজ হলে নাগরিকদের যে সভা হয় তাতে দ্বারকানাথ ঠাকুর সভাপতিত্ব করেন এবং বক্তাদের মধ্যে ছিলেন কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়।[৬৪] সভায় রামমোহনের ভূমিকার উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করা হয়। উত্তরকালে দ্বারকানাথ ইংল্যাণ্ডে গেলে বেন্টিঙ্কের পত্নী তাঁকে এক পত্রে সতীদাহ-বিরোধী আন্দোলনে রামমোহন এবং তাঁর ভূমিকার জন্য সপ্রশংস উল্লেখ করেছিলেন।[৬৫]

এছাড়া, রামমোহন ও দ্বারকানাথ দু'জনেই ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির একচেটিয়া কারবারের বিপক্ষে এবং অবাধ বাণিজ্যের পক্ষে সওয়াল করেছিলেন।[৬৬] যেহেতু বিষয়টির সঙ্গে ইউরোপীয়দের ভারতে বসতি স্থাপন জড়িত, তাই বিষয়টি বিতর্কের উর্ধ্বে নয়।[৬৭]

## ।। চার ।।

১৮৩০ খ্রিস্টাব্দে, ১৯ শে নভেম্বর 'অ্যালবিয়ন' নামক জাহাজে কোলকাতা থেকে রামমোহন রায় ইংল্যান্ডে রওনা হলে, দ্বারকানাথের সঙ্গে তার প্রত্যক্ষ যোগাযোগ শেষ হয়। কিন্তু শেষেরও শেষ থাকে। দুটি কথা মনে পড়বে, রামমোহন রায়ের সঙ্গে দ্বারকানাথ ঠাকুরের কেমন অন্তরঙ্গ সম্পর্ক ছিল, সে সম্পর্কে বলতে গিয়ে মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ বলেছেন,

> যখন রাজা রামমোহন রায়ের মৃত্যুসংবাদ আসিল, তখন আমি আমার পিতার নিকটে ছিলাম। আমার পিতা বালকের ন্যায় ক্রন্দন করিতে লাগিলেন।

রামমোহনের প্রয়াণ ১৮৩৩ খ্রিস্টাব্দের, ২৭ সেপ্টেম্বর। দ্বিতীয় ঘটনা, ১৮৪২ খ্রিস্টাব্দে প্রথমবার ইংল্যান্ড যান দ্বারকানাথ ঠাকুর। তিনি তীর্থক্ষেত্র হিসাবে ব্রিস্টল গিয়েছিলেন। সেখানে স্টেপেলটন গ্রোভ-এ রামমোহনের সমাধি মন্দির জীর্ণ অবস্থায় দেখে তা আর্নোস্‌ভেল-এর বড়ো কবরখানায় ভারতীয় রীতিতে রমনীয় স্মৃতিসৌধ স্থাপন করার ব্যবস্থা করেন। দ্বিতীয়বার, ইংল্যান্ড গিয়ে শিষ্য দ্বারকানাথ তাঁর গুরু রামমোহনের মতোই ইংল্যান্ডে দেহ রাখেন ১৮৪৬ খ্রিস্টাব্দের ১লা আগস্ট।

---

**সূত্রনির্দেশ ও টীকা :**

১। ঠাকুর পরিবার কীভাবে ধনসম্পদ ও মান-মর্যাদার দিক থেকে আঠারো শতকে কোলকাতার নতুন সমাজে প্রতিষ্ঠা অর্জন করলো, ক্ষয়িষ্ণু নবাবী শাসন ও উদীয়মান ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির সঙ্গে তাদের সম্পর্ক কেমন, কী ভাবেই বা তারা পুরানো ও পরে ধ্বংসপ্রাপ্ত ফোর্ট উইলিয়ম অঞ্চল ছেড়ে শহরের উত্তর দিকে সরে গেলেন কিংবা কেনই বা এক অংশ পাথুরিয়াঘাটায় অপর শাখা জোড়াসাঁকোতে বসবাস শুরু করেন, সে-সব প্রশ্ন কৌতূহল জাগালেও বর্তমানে আলোচনা নিষ্প্রয়োজন। দ্বারকানাথ যখন তেরো বছরের কিশোর, তখন (১৮০৭) পালিত পিতাকে হারালেও, তাঁর উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত সম্পত্তি তত্ত্বাবধান করতেন তাঁর দাদা রাধানাথ (১৭৯০-১৮৩০, ইনি দ্বারকানাথের আসল পিতা রামমণির পুত্র)। দ্রষ্টব্য, বিনয় ঘোষ, 'ঠাকুর-পরিবারের আদিপর্ব ও সেকালের সমাজ', *বিশ্বভারতী পত্রিকা*, বৈশাখ-আষাঢ়, ১৩৬৯; ব্যোমকেশ মুস্তাফি, *বঙ্গের জাতীয়* ইতিহাস, পিরালী ব্রাহ্মণ বিবরণ, কোলকাতা, ১৩৩১; হিরন্ময় বন্দ্যোপাধ্যায়, *ঠাকুরবাড়ীর কথা*, কোলকাতা, ১৯৬৬।

২। দ্র. 'দ্বারকানাথের বিদ্যাশিক্ষা' শীর্ষক অধ্যায়, ক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর, *দ্বারকানাথ ঠাকুরের জীবনী*, রবীন্দ্র ভারতী বিশ্ববিদ্যালয়, কোলকাতা, ১৩৭৬।

৩। রামমোহন রায়ের বহু জীবনীগ্রন্থ আছে। আমাদের বিবেচনায় সবচেয়ে নির্ভরযোগ্য হলো : Sophia Dobson Collet, *The life and letters of Raja Rammohun Roy*, Ed. by Dilip Kumar Biswas and Prabhat Chandra Ganguly, Sadharan Brahmo Samaj, 4th edn, Calcutta, 1988। দ্বারকানাথ ঠাকুরের জীবন ও কর্ম সম্পর্কে দেখা যেতে পারে : Kissory Chand Mitra, *Memoirs of Dwarkanath Tagore*, Cal. 1870; ক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর, *দ্বারকানাথ ঠাকুরের জীবনী*, কোলকাতা, ১৩৭৬; Krishna Kripalani, *Dwarkanath Tagore : A Forgotten Pioneer : A Life*, New Delhi, 1981; Blair B. Kling,

*Partner in Empire : Dwarakanath Tagore and The Age of Enterprise in Eastern India,* California, 1976।

৪। এ-বিষয়ে সর্বাধুনিক আলোচনার জন্য দ্র. কলেট, পূর্বোল্লিখিত, ১৯৮৮ সং., দ্বিতীয় অধ্যায়, ২নং সম্পাদকীয় টীকা, পৃ. ৪৫-৫০।

৫। প্রথম প্রথম 'আত্মীয় সভা'-র সাপ্তাহিক অধিবেশনগুলি হতো রামমোহনের মানিকতলার বাগানওয়ালা বাড়িতে, পরে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে নানা সদস্যদের বাড়িতেও।

৬। 'আত্মীয় সভা' সম্পর্কে সবচেয়ে বিস্তারিত আলোচনার জন্য দ্র. প্রভাতচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়, *আত্মীয়সভার কথা,* সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ, কোলকাতা, ১৩৮১ ।

৭। কলেট, পূর্বোল্লিখিত, পৃ. ৭৮।

৮। কেশবচন্দ্র সেন ১৮৬৫ খ্রিস্টাব্দের ১ জুলাই সংখ্যা *ইণ্ডিয়ান মিরর* পত্রিকায় 'Brahmo Samaj or Theism' শিরোনামে এক সংক্ষিপ্ত ইতিহাস লেখেন, এই লাইনটি সেখান থেকে উদ্ধৃতির মধ্যে ব্যবহার করেছেন সফায়া ডবসন কলেট।

৯। রামমোহনের বন্ধুবান্ধব ও অনুরাগীদের বিষয়ে সুন্দর আলোচনার জন্য Manmathanath Ghosh, 'Friends and Followers of Rammohun' in *The Father of Modern India*, Rammohun Centenary Commemorative Volume, Ed. by S. C. Chakraborty, Calcutta, Part II, 1935, pp 124-132।

১০। ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, *রামমোহন রায়,* সাহিত্য সাধক চরিতমালা, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ, কোলকাতা, ১৩৫৩ সাল, পৃ. ১৮, ৪৬-৪৭।

১১। ওই, পৃ. ৪১, ৪৭। তবে নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় তাঁর রামমোহনের জীবনচরিতে যে কাহিনি শুনিয়েছেন (*মহাত্মা রাজা রামমোহন রায়ের জীবনচরিত,* ১৯১০, লেখকের জীবিতকালের শেষ সংস্করণ, পৃ. ১৬-১৭; গ্রন্থটির প্রথম প্রকাশ ১৮৮১) যে মাত্র ষোলো বছর বয়সেই মূর্তি পূজার বিরোধিতা নিয়ে তাঁর পিতার সঙ্গে বিরোধ বাঁধে এবং ফলত রামমোহনকে গৃহ ছাড়তে হয়, তা সম্ভবত জনশ্রুতি। নগেন্দ্রনাথ নিজেও তথ্যটির উৎস নির্দেশ করেননি।

১২। Amitabha Mukherjee, *Reform and Regeneration in Bengal*; Cal. 1968, p 151।

১৩। *Fisher's Colonial Magazine*, Vol I, 1842, pp 393-399।

১৪। উদ্ধৃত, *সংবাদপত্রে সেকালের কথা,* সম্পাদনা : ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, দ্বিতীয় খণ্ড, পৃ. ২৪১।

১৫। ক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর, পূর্বোক্ত গ্রন্থ, পৃ. ৭৪।

১৬। কৃষ্ণ কৃপালনি, পূর্বোক্ত গ্রন্থ, পৃ. ৩৩।

১৭। বিষয়টি নিয়ে আলোচনার জন্য দ্রষ্টব্য : সৌম্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর, *ভারতের শিল্পবিপ্লব : রামমোহন ও দ্বারকানাথ,* কোলকাতা, ১৯৯০।

১৮। See, for instance, Soumyendranath Tagore, 'Evolution of Swadeshi Thought in *Studies in the Bengal Renaissance*, Ed. by A.C. Gupta, Cal. 1958।

১৯। খগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়, *রবীন্দ্র কথা,* জয়শ্রী পুস্তকালয়, কোলকাতা, ১৩৪৮ সাল, পৃ. ২২-২৩।

২০। এ বিষয়ে প্রথম আলোচনা করেছিলেন ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, কিন্তু রচনাটি দুর্বল এবং ত্রুটিপূর্ণ। See, B. N. Banerjee, 'Societies founded by Rammohun Roy for Religious Reform' in the *Modern Review*, April, 1935, pp 415-419।

২১। D. N. Ganguly, *Memoirs of Raja Rammohun Roy;* Poona, 1884, p. 20।

২২। মহেন্দ্রনাথ রায় বিদ্যানিধি, 'রাজা রামমোহন রায়', *নব্যভারত*, বৈশাখ, ১৩০৭ সাল, পৃ. ২৬।

২৩। ক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর, পূর্বোক্ত গ্রন্থ, পৃ. ৬৪।

২৪। উদ্ধৃত, ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় (সম্পা.) *সংবাদপত্রে সেকালের কথা*, ১ম খণ্ড, কোলকাতা, ১৩৭৭, পৃ. ১২৩।

২৫। মহর্ষির স্মৃতিচারণটি সাক্ষাৎকারের ফসল এবং এটি ইংরেজিতে প্রথম প্রকাশিত হয় *দ্য কুইন* পত্রিকায় (২৮ সেপ্টেম্বর, ১৮৯৬)। বঙ্গানুবাদে তা ব্যবহার করেছেন নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় তাঁর রামমোহন জীবনীতে। আরও দ্রষ্টব্য S. C. Chakraborty (Ed.) *The Father of Modern India,* Cal, 1935।

২৬। ক্ষিতীন্দ্রনাথ এই কথা লিখলেও (পৃ. ৭১), কৃষ্ণ কৃপালনি লিখেছেন বিবাহ হয় ১৮১১-তে (পৃ. ২৫)।

২৭। ক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর, পূর্বোক্ত গ্রন্থ, পৃ. ৬৪-৬৫।

২৮। একথা অবশ্যই সত্য যে ১৮১৭ খ্রিস্টাব্দের ২০ জানুয়ারি গরাণহাটার গোরাচাঁদ বসাকের বাড়িতে যেদিন 'হিন্দু কলেজ' প্রতিষ্ঠিত হয়, সেইদিন বা তার অব্যবহিত আগে রামমোহন ছিলেন না। কারণ রক্ষণশীল হিন্দুদের আপত্তি ওঠায় তিনি নিজেকে সরিয়ে নিয়েছিলেন (*সমাচার দর্পণ*, ৩০ আশ্বিন, ১২৩৮ সাল (১৫ অক্টোবর, ১৮৩১), উদ্ধৃত ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, *সংবাদপত্রে সেকালের কথা*, দ্বিতীয় খণ্ড, ৪র্থ সং., কোলকাতা, ১৩৮৪, পৃ. ৪৮১)। কিন্তু তাই বলে যাঁরা বলেন হিন্দু কলেজের আদি পরিকল্পনার সঙ্গে রামমোহনের কোনও যোগ নেই, তাঁদের অজ্ঞতা ও ইতিহাসবোধেরও অভাব লক্ষণীয়। কারণ নানা তথ্য প্রমাণ। সাম্প্রতিক গবেষণাপ্রসূত আলোচনার জন্য দিলীপকুমার বিশ্বাস কর্তৃক সংযোজিত সম্পাদকীয় টীকা, ৪নং, তৃতীয় অধ্যায়। এস. ডি. কলেট, পূর্বোল্লিখিত, পৃ. ১০১-১১৪। আরও দ্রষ্টব্য, A. F. Salahuddin Ahmed's article in the *Nineteenth Century Studies*, Calcutta, No 9, January 1975, p. 146-151।

২৯। অ্যাংলো-হিন্দু স্কুল সম্পর্কে আলোচনার জন্য দ্র. কলেট, পূর্বোল্লিখিত, পৃ. ১৬৯-১৭১। এখানে দুটি কথা বলার আছে। প্রথমত, এইটি রামমোহন-প্রতিষ্ঠিত প্রথম বিদ্যালয় নয়। The *India Gazette* (15 February, 1834) পত্রিকায় দেখছি একটি সংবাদ : রামমোহন হিন্দু কলেজ প্রতিষ্ঠারও আগে ১৮১৬ খ্রিস্টাব্দে ইংরেজি শিক্ষার জন্য একটি বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার কথা। সংবাদটি যে সত্য তা দেখিয়েছেন ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় (See, his article, in the *Journal of the Bihar and Orissa Research Society*, Vol XVI, 1930, Pt II, p. 154-175)। সুতরাং ১৮২২ খ্রিস্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত Anglo-Hindu School হয়তো পুনর্গঠিত, নতুবা কোলকাতার হেদুয়া অঞ্চলে নতুন বাড়িতে স্থানান্তর। ওই স্কুল সম্পর্কে আরও তথ্য পাওয়া যাবে, যতীন্দ্রকুমার মজুমদার-এর (*Raja Rammohun Roy and Progressive Movements in India*, Calcutta, 1941) গ্রন্থে। দ্বিতীয়ত, রামমোহন ইংল্যান্ডে চলে যাওয়ার পরও স্কুলটি উঠে যায়নি, তখন দায়িত্ব নেন পূর্ণচন্দ্র মিত্র। ১৮৩৪ থেকে স্কুলটির নাম হয় 'ইন্ডিয়ান অ্যাকাডেমি'।

৩০। কলেট, পূর্বোক্ত গ্রন্থ, পৃ. ১৮৬; কৃষ্ণ কৃপালনি, পূর্বোক্ত গ্রন্থ, পৃ. ৪২।

৩১। B. N. Banerjee, 'Rammohun Roy As An Educational Pioneer', in the JBORS, 1930, পূর্বোল্লিখিত, পৃ. ১৬১-১৬৩।

৩২। বিস্তারিত আলোচনার জন্য দ্র. কলেট, পূর্বোক্ত গ্রন্থ, পঞ্চম অধ্যায়, পৃ. ১৭২-২০৯।

৩৩। ক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর, পূর্বোক্ত গ্রন্থ, পৃ. ২০০।

৩৪। *মিরাট উল আখবার* ফারসি ভাষার সাপ্তাহিক পত্রিকা। বাংলায় তার অর্থ হলো 'বুদ্ধির দর্পণ'। পত্রিকাটি সম্পর্কে তথ্যের জন্য যতীন্দ্রকুমার মজুমদার, পূর্বোলিখিত গ্রন্থ, সংখ্যা ১৭০, ১৭১, ১৭২, ১৭৬, পৃ. ২৯৪-২৯৬, ২৯৮-৩০০, ৩১৯-৩২০। পত্রিকাটি বন্ধ করে দেওয়ার (প্রেস অর্ডিন্যান্স-এর প্রতিবাদে) 'নোটিস'-টির পূর্ণ বয়ান (অবশ্যই ভাষান্তরে)-এর জন্য দ্রষ্টব্য, কলেট, পূর্বোক্ত, পরিশিষ্ট ১, পৃ. ৪১৯-৪২০।

৩৫। S. Natarajan, *History of the Press in India*, Bombay, 1962, p. 97। আরও তথ্যের জন্য ক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুরের পূর্বোক্ত গ্রন্থ, উনবিংশ পরিচ্ছেদ, পৃ. ১৮৮-২০১। এর মধ্যে ১৮২৯ থেকে যে *Bengal Herald* প্রকাশ পায়, তার মধ্যে দ্বারকানাথ ছাড়াও রামমোহন রায়, মন্টগোমারি মার্টিন, প্রসন্নকুমার ঠাকুর প্রমুখের শেয়ার বা অংশীদারী ছিল। *বেঙ্গল হরকরা* প্রথমে (১৭৯৫) ছিল সাপ্তাহিক কাগজ, ১৮১৯ দৈনিক হয়। এর প্রধান অংশীদার ছিলেন দ্বারকানাথ।

৩৬। R. Montgomery Martin, *History of the British Colonies*, Vol-1, p. 254, quoted in Collet, p. 205।

৩৭। এ বিষয়ে আলোচনার জন্য দ্র. কলেট, পূর্বোক্ত, সম্পাদকীয় সংযোজন ১, অধ্যায় ৫। আরও দ্রষ্টব্য, ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, *বাংলার সাময়িকপত্র*, ১ম খণ্ড, ৪র্থ সংস্করণ, কোলকাতা ১৩৭৯ সাল এবং প্রভাতচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়ের প্রবন্ধ, প্রবাসী ৪০ বর্ষ, ২য় সংখ্যা, ফাল্গুন, ১৩৪৭, পৃ. ৬৫৪-৫৯।

৩৮। কলেট, পূর্বোক্ত গ্রন্থ, পৃ. ১৮০। 'Memorial to the Supreme Court' এবং 'Appeal to the King in the Council' দুইটিরই পূর্ণ বয়ান কলেটের জীবনীর (১৯৮৮ সং) পরিশিষ্টে পাওয়া যাবে।

৩৯। স্বাক্ষরকারীরা ছ'জন হলেন রামমোহন রায়, দ্বারকানাথ ঠাকুর, চন্দ্রকুমার ঠাকুর, হরচন্দ্র ঘোষ, গৌরীচরণ ব্যানার্জী ও প্রসন্নকুমার ঠাকুর।

৪০। কলেট, পূর্বোক্ত, পৃ. ১৮০।

৪১। A. F. Salahuddin Ahmed, *Social Ideas and Social Change in Bengal*, Cal, 1976, p. 147।

৪২। 'The Petition was the first Indian public indictment of British Rule', তদেব, পৃ. ১৪৮।

৪৩। তদেব, পৃ. ১২০।

৪৪। D. K. Biswas, 'Brahmo Samaj' in *History of Bengal*, ed. N. K. Sinha, Cal., 1967, p. 564।

৪৫। বিনয় ঘোষ, *বাংলার বিদ্বৎসমাজ*, কোলকাতা ১৩৭৩, পৃ. ৬৩।

৪৬। সালাউদ্দিন আহমেদ, পূর্বোক্ত গ্রন্থ, পৃ. ২৭-২৮; ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় (সং), *সংবাদপত্রে সেকালের কথা*, ১ম খণ্ড, ১৩৭৭ সং, পৃ. ৮-১২।

৪৭। এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা পাওয়া যাবে কলেটের জীবনী গ্রন্থে।

৪৮। কলেট, পূর্বোক্ত গ্রন্থ, পৃ. ১৩৭-৩৮।

৪৯। উইলিয়াম অ্যাডাম সম্পর্কে বিশদ জানার জন্য দ্রষ্টব্য, S. C. Sanial, 'The Rev. William Adam', in the *Bengal Past and Present*, Vol-VIII, January, 1914, pp 251-274; Spencer Lavan, *Unitarians and India : A Study in Encounter and Response*; Boston, 1977.।

৫০। কলেট, পূর্বোক্ত গ্রন্থ, পৃ. ১০৮।

৫১। তদেব, পৃ. ১৫৬।

৫২। S. N. Sastri, *History of the Brahmo Samaj*, Cal. 1974 edn. p. 25; P. K. Sen, *Biography of a New Faith*, Vol-I, Cal. 1952, p. 127।

৫৩। এই কাহিনির উৎস তত্ত্ববোধিনী পত্রিকায় প্রকাশিত (নং ৪৪৫, ভাদ্র ১৮০২ শক) রাজনারায়ণ বসুর প্রবন্ধ, যিনি তাঁর পিতা রামমোহনের সহযোগী নন্দকিশোর বসুর কাছ থেকে ঘটনাটি শুনেছিলেন।

৫৪। ক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর, পূর্বোক্ত গ্রন্থ, পৃ. ৬৬।

৫৫। শিবনাথ শাস্ত্রী, পূর্বোক্ত গ্রন্থ, পৃ. ২৭।

৫৬। ক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর, পূর্বোক্ত গ্রন্থ, পৃ. ৬৫-৬৬।

৫৭। ক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর, পূর্বোক্ত গ্রন্থ, পৃ. ৬৬-৬৭। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের মূল ভাষ্যটির জন্য দ্রষ্টব্য পাদটীকা, পৃ. ২৫।

৫৮। গৌতম নিয়োগী, *রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশ*, সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ, কোলকাতা, ১৯৭৮।

৫৯। বিশদ তথ্যের জন্য দ্রষ্টব্য অমিতাভ মুখার্জী 'Movement for the Abolition of Sati in Bengal', in the *Bengal Past and Present*, Vol. LXXVII, Part-I, Serial No. 143, pp. 20-41; স্বপন বসু : 'সতী'।

৬০। কলেট, পূর্বোক্ত গ্রন্থ, পৃ. ২৪৭। সতীদাহ আন্দোলনে রামমোহনের ভূমিকার জন্য দ্রষ্টব্য, দিলীপকুমার বিশ্বাস, *রামমোহন সমীক্ষা*, কোলকাতা, ১৯৮৩, পৃ. ৩৪২-৩৪৭।

৬১। পত্রটি সম্পূর্ণ আকারে ১৮৩০ খ্রিস্টাব্দে ১৮ই জানুয়ারি গভর্ণমেন্ট গেজেটে প্রকাশিত হয়েছিল।

৬২। N. S. Bose, *Indian Awakening and Bengal*, 1976, 3rd edn., p. 64।

৬৩। তদেব, পৃ. ২০৫; V. N. Datta, 'Bentinck, Rammohun Roy and the Abolition of Suttee' in the *Proceedings of the Indian History Congress*, 35th Session, Jadavpur, 1974।

৬৪। J. K. Mazumdar, *Progressive Movements*, No. 117, pp. 199-205।

৬৫। *Bulletin of the Victoria Memorial*, Vol. IX, 1975, pp. 53-54।

৬৬। এ ব্যাপারে কোলকাতা টাউন হলে সভা হয়েছিল (ডিসেম্বর, ১৮২৯), দ্র. *বেঙ্গল হরকরা*, ১৭ই ডিসেম্বর, ১৮২৯।

৬৭। কৃষ্ণ কৃপালনি, পূর্বোক্ত গ্রন্থ, পৃ. ৪৮-৪৯।